

★ ফিচার

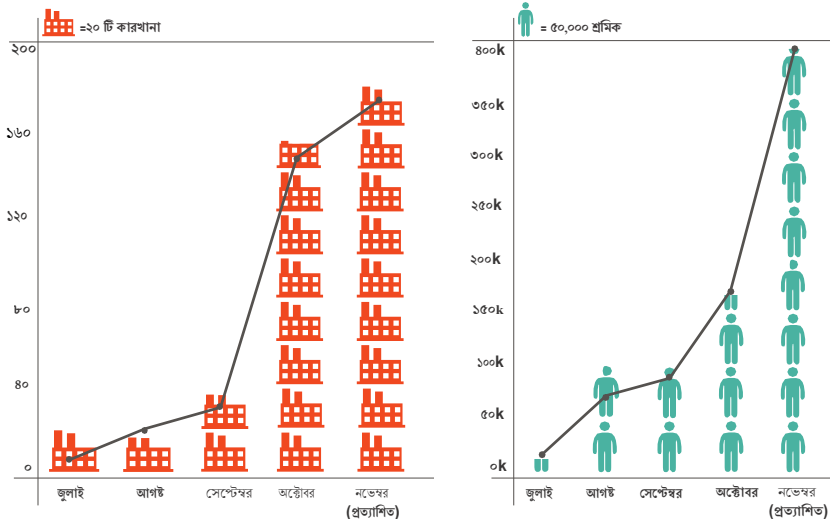
হেল্পলাইনের পরীক্ষামূলক পর্যায় শীঘ্রই শেষ হতে যাচ্ছে বিশ্লেষণ, পরামর্শ, সক্ষমতা নির্মাণ এবং আইনের উন্নয়ন হলো আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ

অক্টোবরের শেষ নাগাদ অ্যালায়েন্স হেল্পলাইন পরিচিতির কাজ প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। প্রায় ৫০টি কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো। ম্যানেজাররা একটি সমন্বিত পরিচিতির অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রমিকরা কখন এবং কিভাবে হেল্পলাইন ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অ্যালায়েন্স কর্মকর্তা, অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানির প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ফুলকির নেতৃত্বে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি শ্রমিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সুস্পষ্ট যোগাযোগ নম্বর সহ একটি হেল্পলাইন কার্ড গ্রহণ করেন।

সামনের মাসগুলোতে, হেল্পলাইন প্রজেক্ট টিম প্রাথমিক ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করবে, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, কল নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা উন্নয়ন করবে এবং পরিচালন বিধি পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

পরীক্ষামূলক কারখানাগুলো ছাড়াও যে সমস্ত কারখানাগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে হেল্পলাইন সেগুলোতে অক্টোবরে হেল্পলাইন পরিচিতির কাজ করে যাবে। বছরের শেষ নাগাদ, সারা বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ২৫০টিরও বেশি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক অ্যালায়েন্স শ্রমিক হেল্পলাইন ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

জুলাই -অক্টোবরে হেল্পলাইনের ব্যবহার



আমাদের কথা:

যেহেতু কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু সদস্য কোম্পানি এবং কারখানাগুলো কিভাবে হেল্পলাইনের তথ্য ব্যবহার করবে?

অবকাঠামোগত অখণ্ডতা, বন্ধ চলাচল পথ, একটি তালাবন্ধ বহির্গমন পথ এবং একটি অগ্নিকাণ্ড যা হমকি হয়ে উঠেছিলো পার্শ্ববর্তী একটি ওয়ারহাউসের জন্য, আর অক্টোবর মাসে আমরা শ্রমিকদের নিকট থেকে এই সমস্ত নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কোনগুলোই পেয়েছি। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হেল্পলাইন কর্মকর্তারা রিপোর্টকৃত এই সমস্ত সমস্যা, কারখানার ব্যবস্থাপক এবং অ্যালায়েন্সকে অবহিত করেন। (এই মাসের প্রাঙ্গণ উন্মোচন দেখুন)

নিরাপত্তা সংক্রান্ত নয় এমন অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের নিকট কোন আসছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, অনেক এক নারী শ্রমিক সন্টার অঙ্ককারে কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ হয়ে পড়েন। তার আশেপাশে থাকা এক দোকানির সহায়তা নিয়ে আমরা তার প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরেছিলাম। আমরা কারখানা ম্যানেজার কে বিষয়টি জানালে তিনি তৎক্ষণাত্ তার কাছে একজনকে পাঠিয়ে দেন যিনি তাকে পাহারা দিয়ে নিরাপত্তে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসেন।

বর্তমানে আমাদের কথা হেল্পলাইনে

প্রত্যেকদিনই কোন আসছে, এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো:

কারখানা, ব্র্যান্ড, এবং রিটেইলাররা গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্তন আনয়নে কিভাবে হেল্পলাইন থেকে প্রাঙ্গণ

তথ্যগুলোকে কাজে লাগাবেন? আমাদের কথায় আমরা

সর্বমোট প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করেছি। নিম্নে আমাদের

কিছু অগ্রিম ভাবনা তুলে ধরা হলো:



অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এ মাসের তথ্যসমূহ

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যে যা রয়েছে:

• ৩১ টি জরুরি সমস্যা এই মাসে হেঙ্গল লাইনে রিপোর্ট করা হয়েছে। বেশিরভাগই শ্রমিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত। একটি দুর্ঘটনা ছিলো কারখানায় অস্বাভাবিক পানি পাল করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামোগত অসুবিধা এবং বর্ষাঋতু পথে বাধা এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ইস্যু নিয়েও আমাদের কথায় ফোন আসে। এই সমস্তু এবং অন্যান্য জরুরি ইস্যুগুলো অ্যালায়েন্সকে অবহিত করা হয় এবং অ্যালায়েন্স দ্রুত বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখে এবং প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করেন।

• অক্টোবরে হেঙ্গল লাইন ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়, ১৪২ টি কারখানায় ১৬৫,০০০+ শ্রমিক হেঙ্গল লাইন ব্যবহার করেছে। আমাদের কথার সাথে পরিচিত হানি এমন সব কারখানার শ্রমিকরাও হেঙ্গল লাইন সম্পর্কে শুনেছেন এবং এই সার্ভিস ব্যবহার করেছেন।

• অক্টোবরে হেঙ্গল লাইন মোট ১,৬৫২ টি কল আসে। ঈদের ছুটিতে কারখানা বন্ধ থাকার স্বত্বেও আজ পর্যন্ত আমাদের কথায় যত ফোন এসেছে তার ভেতর এটিই সর্বোচ্চ।

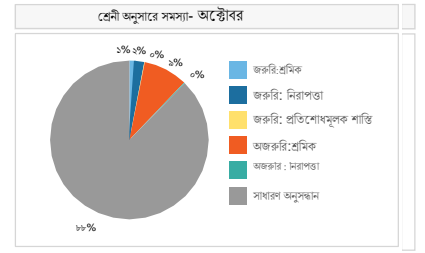
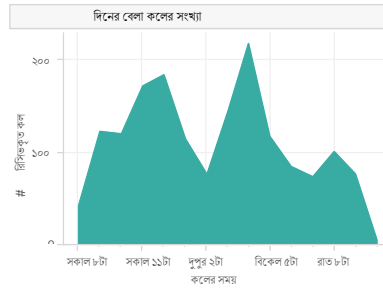
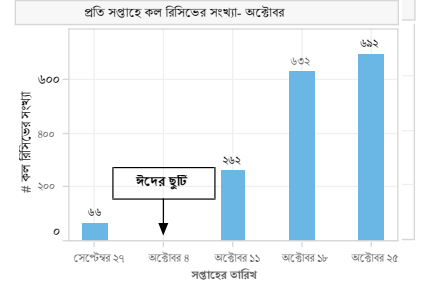
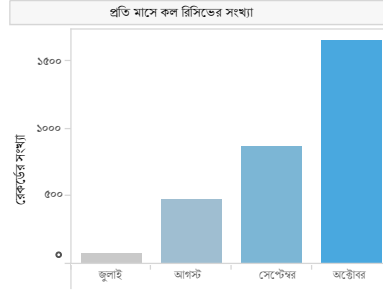
• এই মাসে মোট ১৩২ টি বাস্তবভিত্তিক সমস্যা হেঙ্গল লাইন শনাক্ত করে। তার ভেতর সবচেয়ে কমন ইস্যু হচ্ছে কারখানায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন মৌখিক নির্ধাতি। শ্রমিকদের ক্ষতিসূপ প্রদানের অভিযোগও ভালো পরিমাণে রয়েছে।

• সবচেয়ে বেশি কল আসে সাধারণ অনুসন্ধানমূলক কল যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এর ভেতর অর্ধেক রয়েছে হেঙ্গল লাইন সম্পর্কে তথ্য অথবা পারিবারিক কোনো সমস্যা, যেমন স্বাস্থ্য বিকল।

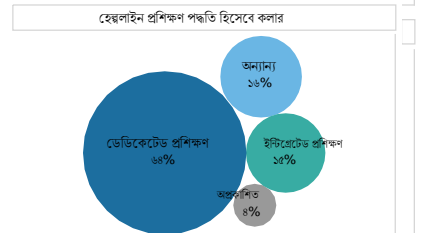
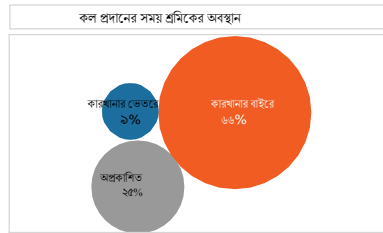
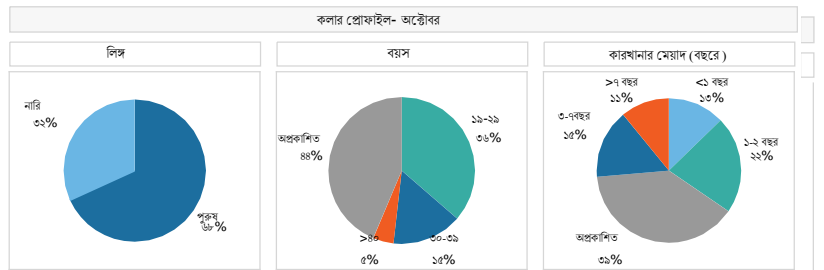
• শ্রমিকরা সাধারণত কারখানার বাইরে থেকে ফোন দেন, রাত ১২ টা বিকেল ৪ টা পর্যন্ত এ ধরনের কল সবচেয়ে বেশি আসে। সেপ্টেম্বরের চেয়ে এ মাসে নারী কলরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নারী কলরের সংখ্যা সেপ্টেম্বরে ২২% বৃদ্ধি পেয়ে এ মাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২%-এ

নোট: শ্রমিকদের দেয়া তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ কারখানাগুলোর রয়েছে, কারখানাগুলো তথ্য যাচাই শেষে এবং সে অনুসারে সাড়া প্রদান শেষে অ্যালায়েন্সকে কলের বিস্তারিত উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে যেন অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানিগুলো সেই উপাত্তগুলো পেয়ে থাকে।

হেঙ্গল লাইন সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে অনুগ্রহপূর্বক পাশের চিত্রটি দেখুন।



বিভাগ	সমস্যা	রিপোর্টকৃত ইস্যু- ১২০
জরুরি: শ্রমিক	শ্রমিক অসুস্থতা	৫
	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা - শারীরিক নির্যাতন	৩
	ঘৃণা	১
	স্বাস্থ্য - অন্যান্য	১
	যৌন নির্যাতন/ হরাস	১
জরুরি: নিরাপত্তা	কারখানায় খাদ্য সরবরাহ	১০
	অবকাঠামো	৬
	বন্ধ ঋণসম্মত পথ	১
জরুরি: প্রতিশোধমূলক শাস্তি	আজ্ঞা (পক্রিয় - কারখানা)	১
	আজ্ঞা (বিপজ্জনক - কারখানা)	১
	হেঙ্গল লাইনের ব্যবহার - প্রতিশোধমূলক শাস্তি	১
অজরুরি: শ্রমিক	অভিযোগ - ক্ষতিপূরণ	২৩
	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা - শ্রমিক নির্যাতন	১৮
অজরুরি: নিরাপত্তা	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা - শ্রমিক নির্যাতন	১২
	আজ্ঞা (পক্রিয় - কারখানা বন্ধকৃত)	২



হেঙ্গল লাইনের আওতাধীন উৎসর্গ	কল	নভেম্বরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত প্রত্যাশিত কলের সংখ্যা
# শ্রমিক: ১৬৪,১১৩	# রিসিভকৃত কলের সংখ্যা: ৩,০৭৬	# শ্রমিক: ৩৯৭,১৫০
# কারখানা: ১৪২ (১০৪**)	# কল প্রদানের সংখ্যা: ১,৮০১	# কারখানা: ১৭১

**আমাদের কথা হেঙ্গল লাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এমন ১২টি কারখানা থেকে হেঙ্গল লাইনে ফোন এসেছে।



একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

প্রতি মাসে আমরা একটি বিশেষ সমস্যার প্রতি অথবা আমাদের কথার সঙ্গে শ্রমিকদের আলোচনায় যে সব মজাদার প্রবণতাগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেগুলোর প্রতি নিবিড় মনোযোগ প্রদান করে থাকি। এ মাসের বিষয় হলো: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

অক্টোবরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত মোট ৩৩ টি সমস্যা নিয়ে হেল্পলাইনে ফোন এসেছে। এ সমস্যাগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতকরণ: ঈদের ছুটি থেকে ফিরে এসে অনেক শ্রমিক দেখেন যে কারখানায় তাদের আর চাকরি নাই। অন্যরা তাদের কারখানাকে না জানিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন (যেমন পারিবারিক জরুরি কারণে, অসুস্থতার কারণে ইত্যাদি) এবং সে কারণে চাকরি হারিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কথা শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার কর্মকর্তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয় এই বিষয়টি সমাধানের জন্য অথবা তাদের পারশ্রমিক সঠিকভাবে পরিশোধের জন্য।

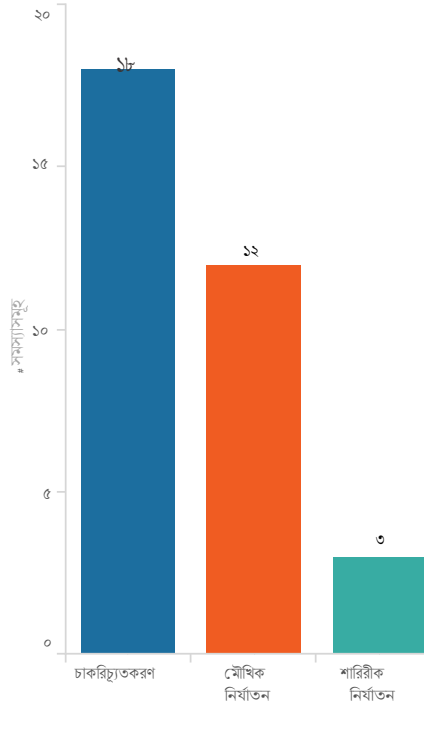
মৌখিক নির্যাতন

অনেক শ্রমিক অভিযোগ করেন যে কাজের সময় তাদের অথবা তাদের সহকর্মীরা বিপ্রী ভাষায় গালিগালাজের শিকার হন। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক এ কারণে চাকরি ছেড়ে চলে যান। আমাদের কথা থেকে কারখানা ব্যবস্থাপকদের অবহিত করা হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেন।

শারিরিক নির্যাতন

অক্টোবরে শারিরিক নির্যাতনের ঘটনা বিষয়ক তিনটি ফোন আসে আমাদের কথায়, তাদের সুপারভাইজাররা তাদের হয় খাপ্পড় মেরেছেন নয়ত পিটিয়েছেন। শ্রমিকরা ফোন দেবার সাথে সাথে অ্যালায়েন্স কারখানা ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি সমাধান করে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সমস্যা



সমস্যা যাই হোক না কেনো, আমাদের কথার আইন অনুসারে শ্রমিকদের নাম পরিচয় গোপন রাখা হয়। এবং হেল্পলাইনের এই আইনও রয়েছে হেল্পলাইন তদন্তের ফলাফল অথবা তাদের পক্ষ থেকে যে কথোপকথন হয় তা শ্রমিকদের আবার অবহিত করবে।

আমাদের কথা: পরীক্ষামূলক পর্ব চলছে



মূলক প্রশিক্ষক কারখানার শ্রমিকদের আমাদের কথা ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করছেন



স্পট চেক-এ শ্রমিকরা নিশ্চিত করছেন যে তারা আমাদের কথা হেল্পলাইন কার্ড পেয়েছেন।



প্রশিক্ষণ অধিবেশনে শ্রমিকরা আমাদের কথা হেল্পলাইন কার্ড প্রদর্শন করছেন

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশিদারিত্ব – ক্রিয়ার ভয়েস, কান গ্রুপের (Chan Group) একটি প্রজেক্ট যা হট লাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে, এবং ওড ওয়ার্ড সলুশনস (জিডব্লিউএস), একটি অলাভজনক সংগঠন যার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার – লেবার লিংক- যা ১০০,০০০ জন শ্রমিকের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকটি অংশিদারই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লেক্স প্রোগ্রাম গঠন করেছে।



আমাদের কথা সংক্রান্ত তথ্য কারখানায় প্রচার করা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যমান সমস্যাগুলো উপলব্ধি করা: হেল্পলাইনের সমস্ত উপাত্ত নিয়ে যদি দেখা যায় যে প্রত্যেক মাসের সমস্যাগুলো একই ধরণের তাহলে কারখানা এবং সদস্য কোম্পানিগুলো হয়ত এই সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ মূল্যায়ন করতে অগ্রিম হস্তক্ষেপের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। হেল্পলাইনের উপাত্ত গুলো হয়ত সংস্কারের জন্য অথবা ওভারটাইমের সঙ্কমতা বৃদ্ধিতে কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে সে বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

সমস্যা অনুমান করা: কিছু সমস্যা আছে যেগুলো মৌসুমিতিক, যেমন ঈদের সময় ঈদকে বোনাসকে ঘিরে শ্রমিকদের উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় (ভলিউম ১, ইস্যু ৪ দেখুন) এই সমস্যাগুলো আগে থেকেই অনুমান করে নিয়ে পরবর্তী ঈদের আগেই এগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।

হেল্পলাইন ব্যবহারকে সমর্থন প্রদান: সদস্য কোম্পানিগুলো হেল্পলাইনের উপাত্ত নিয়ে কারখানাগুলোকে হেল্পলাইন ব্যবহার বিষয়ক সমর্থন প্রদান করতে পারেন এবং কারখানাগুলোকে এই বলে উৎসাহ প্রদান করবেন যে কারখানাগুলো এই বিজনেস টুলস থেকে নানাভাবে উপকৃত হবেন।

জেরালা সমস্যাগুলোর পর্যালোচনা: প্রত্যেকটি নিউজলেটারে উল্লেখিত একটি একক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা (দেখুন: একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ) একটি একক সমস্যাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে হয়ত শ্রমিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কি সে বিষয়ক একটি গভীর অন্তদৃষ্টি লাভ করা যেতে পারে

সংস্কার কাজকে সমর্থন প্রদান: যখন সংস্কার কাজকে সমর্থন প্রদানের জন্য কল করা হয়, তখন কারখানা এবং সদস্য কোম্পানি দ্রুত সাড়া প্রদান পূর্বক একই সাথে সমস্যার সমাধান এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের উদ্দেশ্যে দ্রুত সাড়া প্রদান করতে পারেন।

প্রসঙ্গ উপলব্ধি করণ: একজন শ্রমিকের একটি সমস্যার ইতিবাচক সমাধান দেয়া মানে এই নয় যে কারখানার সমস্ত শ্রমিকের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে, যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক, যখন একজন শ্রমিক তার ওভার টাইম সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করলেন এবং এটির সমাধান দেয়া হলো। আমরা এই সাক্ষ্যের জন্য কৃতজ্ঞ কিন্তু একই সাথে কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা বলতে পারবেন ওভারটাইম শুধুমাত্র একজন শ্রমিকের সমস্যার কারণ হতে পারেনা। যখন অভিরিক্ত কর্মঘন্টা নিয়ে রিপোর্ট করা হয় তখন কারখানা আর ক্রেতাররা এই অভিরিক্ত কর্মঘন্টা নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন।

আমরা আশা করছি শ্রমিকরা যত বেশি হেল্পলাইনের আওতাভুক্ত হবে তত বেশি কলের সংখ্যা বাড়বে। কোনো সন্দেহ নাই যে কারখানা, ব্রান্ড এবং রিটেইলাররা এই তথ্য যদি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে নাটকীয়ভাবে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

-আমাদের কথা হেল্পলাইন প্রজেক্ট টিম